পত্রাংক:৭৫/জি/ ২০১৫

দিনাংক: ২৭.০১.২০১৫

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বীকৃতি পত্র নং ৩৮৬৫ –ই তাং ৭.১১.৫০)

কেন্দ্রীয় দপ্তর : পি ডব্লু ডি অফিস, নীলরতন সরকার হাসপাতাল,কলকাতা-৭০০০১৪

প্রতি,

কর্মচারী বিষয়ক অধিকর্তা

ও

পদাধিকারে মূখ্য বাস্তুকার

সেচ ও জলপথ অধিকার,

জলসম্পদ ভবন, সল্টলেক।

বিষয় –দপ্তরে কর্মরত সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের বর্তমান বছরের সাধারণ বদলী সংক্রান্ত।

পত্রোল্লেখ- সমিতির প্রদত্ত পত্র নং৪৭/জি/২০১৪, তাং-১৬/১২/২০১৪

মহাশয়,

বিগত দুটি বছর (২০১৩এবং ২০১৪) পরে অতি সম্প্রতি অধিকারে কর্মরত সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদেরবার্ষিক সাধারণ বদলীর একটি আদেশনামা প্রকাশিতহয়েছে স্মারক নং**130(140)-CIE-27-02-2015 Dt-22.01.2015**। সেই আদেশনামায় মোট ২১৬ জন সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন যেটা মোট কর্মরতসাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের কিছু কম বেশি ২৫ শতাংশের মত যা সাধারণ ভাবে হতে দেখা যায় না। আসলে দুবছর কোন সাধারণ বদলীর আদেশনামা প্রকাশ করতে না পারার ব্যার্থতার দায় অধিকারের সাধারণ নিয়ম পদ্ধতি, কর্মরতসাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার ওজনস্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুষ্ঠ পরিবেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলাফল এটা।

সাধারণ বদলীকে কেন্দ্র করে দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ বদলীনীতি কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হওয়ার পর, আপনার পক্ষ থেকে বদলীযোগ্য সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কাছ থেকে 'অপশন' জমা দেবার জন্য আদেশনামা স্মারক নং **4525(7)-CIE/2T -13/2014, Dt-05.11.2014**প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বদলী প্রক্রিয়া শুরু হয়। উক্ত আদেশনামার ভিত্তিতে বদলীযেগ্য সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়াররা যথাযথ মাধ্যমে আপনার দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই তাদের 'অপশন' জমা দেন। আমরাও বিগত দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বদলীকে কেন্দ্র করে যা যা অবাঞ্ছিত ও অনৈতিক ঘটনা ঘটতে পারে উপরোক্ত পত্র মারফৎসে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করে আপনার সতর্ক হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আমরা সম্ভাব্যযে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম, প্রকাশিত বদলীর আদেশনামায় নিম্নোক্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সমস্ত অনুমানগুলি সত্যে পরিনত হয়েছে।দপ্তরের গৃহীত বদলীনীতিকে সম্পূর্ণত অগ্রাহ্য করে কতৃপক্ষের খেয়ালখুশি মতো পক্ষপাতমূলক, উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও সমগ্র সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। সশ্লিষ্ট সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের পারিবারিক বিপর্যয়, দপ্তরের জনস্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায়রাখা, সরকারী কাজকর্মে সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের সুষ্ঠু, দুশ্চিন্তামুক্ত মনোনিবেশ ঘটানো কোনকিছুই বদলীর ক্ষেত্রে বিবেচনায় আসেনি। প্রসঙ্গত আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে আমরা বদলীর বিরোধী নই। দীর্ঘকাল ধরে বদলীকে কার্যকারী করার জন্য প্রতিবছর সমিতিকে লড়াই চালাতে হয়েছে। সমিতির তীব্র লড়াই ব্যতিরেকে কোন বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। এক্ষেত্রে সমিতির বক্তব্য হল সশ্লিষ্ট সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের পারিবারিক, মানসিক বিপর্যয়টাকে এড়িয়ে জনস্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজকর্মে আরো গতি, আরো উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে বদলীকে কার্যকরী করা হোক।

প্রকাশিত বদলীর আদেশনামায় যে যে ঘটনাগুলি আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে সঠিক প্রমানিত করবে নির্দিষ্টভাবে সেই ঘটনাগুলি উল্লেখ করা হলো

।প্রথমতঃ সরকারী দপ্তরে ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী '১৫ পরপর চারদিন ছুটি শুরু হওয়ার আগেরদিন অর্থাৎ ২২ জানুয়ারী '১৫ রাতের অন্ধকারে প্রকাশিত বদলীর আদেশনামাপ্রকাশিতহয়েছে। কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এটা হয়েছে কি ?

দ্বিতীয়তঃ আপনার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কাছ থেকে 'অপশন' সংগ্রহ করেও সেই অপশন গুলিকে সম্পূর্নত অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই ঘটনা এক ধরনের প্রতারণার সামিল নয় কি ?

তৃতীয়তঃ একই স্থানে ৮ বছরের অধিককাল কর্মরত থাকলেও কতৃপক্ষের পছন্দের ভিত্তিতে তার নাম বদলীর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বীকৃতি পত্র নং ৩৮৬৫ –ই তাং ৭.১১.৫০)

কেন্দ্রীয় দপ্তর : পি ডব্লু ডি অফিস, নীলরতন সরকার হাসপাতাল,কলকাতা-৭০০০১৪

চতুর্থতঃ বদলীনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার অফিসারদের সমগ্র চাকরী জীবনে দুটি 'টার্ম' 'এ' অথবা 'বি'জোনের যে কোন যায়গায় কাটাতে হবে। কিন্তু সেটা কোন সময়ে তার কোন উল্লেখ বদলীনীতিতেও নেই, আপনার পক্ষ থেকে যখন সম্প্রিষ্ট সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কাছ থেকে 'অপশন' চেয়ে আদেশনামা প্রকাশিত হলেও সেই আদেশনামাতেও তার কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র সম্প্রিষ্ট সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের সুবিধামতো তিনটি যায়গায় 'অপশন' □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□র আদেশনামায় দেখা যাচ্ছে কোচবিহারে কর্মরত একজন সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারকে বর্ধমানে, কলকাতায় বদলী করা হল, শিলিগুড়িতে কর্মরত সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারকে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, সুন্দরবন এলাকায় বদলী করা হল, কোলকাতা থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বদলী করা হল, জলপাইগুড়ি থেকে কোলকাতা, দক্ষিন □□ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় বদলী করা হল। একইভাবে বীরভূম থেকে আলিপুরদুয়ার, নদীয়া থেকে বাঁকুড়া, বাঁকুড়া থেকে শিলিগুড়িবদলী করা হয়েছে। এমনকি অবসরের কয়েক বছর পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত একজন প্রবীণ সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। সমস্ত ঘটনা উল্লেখ ক□ এই পত্রকে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। সমগ্র বদলীর আদেশনামার অভিমুখ একই ধরনের। উল্টোদিকে আবার কিছুক্ষেত্রে খুবই কাছাকাছি বদলী করা হয়েছে। শুধু □□ □□, একই জেলা সদর শহরের দুটি অফিসে পাল্টাপাল্টি করে চাকরি জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটানো সত্বেও বর্তমান বদলীর আদেশনামায় সেই একইভাবে একই সদর শহরেরএক অফিস থেকে আর একটি অফিসে বদলী করা হয়েছে। এর থেকে প্রমানিত হয় যে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বদলী করার কোন প্রশাসনিক দিক থেকে বা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দিক থেকে প্রয়োজন ছিলনা। সমগ্র একটা ক্যাডারকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যেই আদেশনামাটি প্রকাশ করা হয়েছে।**এই আশঙ্কাও আমরা ব্যক্ত করছি যে কতৃপক্ষের সঙ্গে কোন অনৈতিক সম্পর্ক তৈরী হয়ে কারো কারো ক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থানে বদলীর আদেশনামা সংশোধন হয়ে কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে। আরেক ধরনের প্রতারনার সম্ভাবনার অবকাশ থেকে যাচ্ছে বলেই আমাদের ধারনা।**

উপরোক্ত বদলীর আদেশনামার মধ্য দিয়ে জনস্বার্থে দপ্তরের উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের একেবারে তৃণমুলস্তরের কারিগরী কর্মচারীদের মধ্যে একটা প্রবল অস্থিরতা ও মানসিক সন্ত্রাস তৈরি করা হয়েছে। কতৃপক্ষের এধরনের পদক্ষেপ কাজের পরিবেশকে আরও উন্নত ও আন্তরিক করার পরিবর্তে বিঘ্নিত করবে বলেই আমরা মনে করি। দপ্তরে চলতে থাকা কাজের ভাল পরিবেশকে নৈরাজ্য তৈরী করে বিঘ্নিত করার কোন অভিপ্রায় বদলীর আদেশনামা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল কিনা □□□□ □□□ □□ □

উপরোক্ত সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেদপ্তরে কর্মরত প্রায় সমস্ত সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা উপরোক্ত বদলীর আদেশনামার প্রতি তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দাবী জানাচ্ছি ত্রুটিপূর্ণ ঐ বদলীর আদেশনামা বাতিল করে অধিকারের পক্ষ 'অপশন' জমা দেবার আদেশনামার ভিত্তিতে প্রদত্ত অপশন কে বিবেচনায় নিয়ে নতুন করে সংশোধিত আদেশনামা প্রকাশ করা হোক। আদেশনামা বাতিলের সাপেক্ষে আদেশনামা কার্যকরী করা স্থগিত রাখার জন্য দাবী জানাচ্ছি।

জনস্বার্থে পরিচালিত সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে বদলীকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে আমরা সমিতির পক্ষ থেকে □□□□ □□□ বসতে চাই।পরিস্থিতির গভীরতা বিচার করে যত দ্রুত সম্ভব আপনার পক্ষ থেকে আলোচনারদিনক্ষন জানাতে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

□□□□

স্বা/- মানবেন্দ্র পাল

□সাধারণ সম্পাদক।□

□□□□ জ্ঞাতার্থে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল-

□) মাননীয় অতিরিক্ত মুখ্য সচি□, সেচ ও জলপথ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,জলসম্পদ ভবন, সল্টলেক।

□) মাননীয় বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও পদাধিকারে সচিব, সেচ ও জলপথ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,জলসম্পদ ভবন, সল্টলেক □

□) □□□□□মূখ্য বাস্তুকার,.. .....

□) মাননীয় অধীক্ষক বাস্তুকার / □□কর্তা / বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, ...

□) মাননীয় নির্বাহী বাস্তুকার .....

□) মাননীয় প্রকল্প অধিকর্তা, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, ম□□□□□, □□□□□□□ .

□) মাননীয় স্পেশাল ইঞ্জিনীয়ার, সল্টলেক রিক্লামেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্কেল, নগর উন্নয়ন দপ্তর, □□□□□□□ □

□) মাননীয় নির্বাহী আধিকারিক বিধাননগর পৌরসভা, বিধাননগর।

মানবেন্দ্র পাল

□সাধারণ সম্পাদক □